



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার



ভূমি মন্ত্রণালয়
হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা





জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশেষ প্রকাশনার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ নাগরিকের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় বরাবরই ছিলেন সোচ্চার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তিনি ভূমি সংস্কারের ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কর্তৃক ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ ঘোষণার ধারাবাহিকতায় তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বাস্তবমুখী দিক নির্দেশনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা আজ অনেকটাই ডিজিটাইজড আর ভূমিসেবা এখন জনগণের হাতের মুঠোয়। ডিজিটাল প্রযুক্তির পাশাপাশি ভূমিসেবা আধুনিকায়নের জন্য বিদ্যমান আইনসমূহের যুগোপযোগীকরণের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে সমগতিতে।

এরই প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কর্তৃক ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ভূমি ভবন, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রম এবং ভূমি তথ্য ব্যাংক-এর উদ্বোধনের শুভক্ষণে **বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার** ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ প্রকাশনা।

ভূমি মন্ত্রণালয়
হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২১

সূচিপত্র...

বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার

প্রথম অংশ

ভূমি সংস্কারের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ :
ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় পদযাত্রা

পৃষ্ঠা ০৮

দ্বিতীয় অংশ

ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন :
হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা

পৃষ্ঠা ১৭

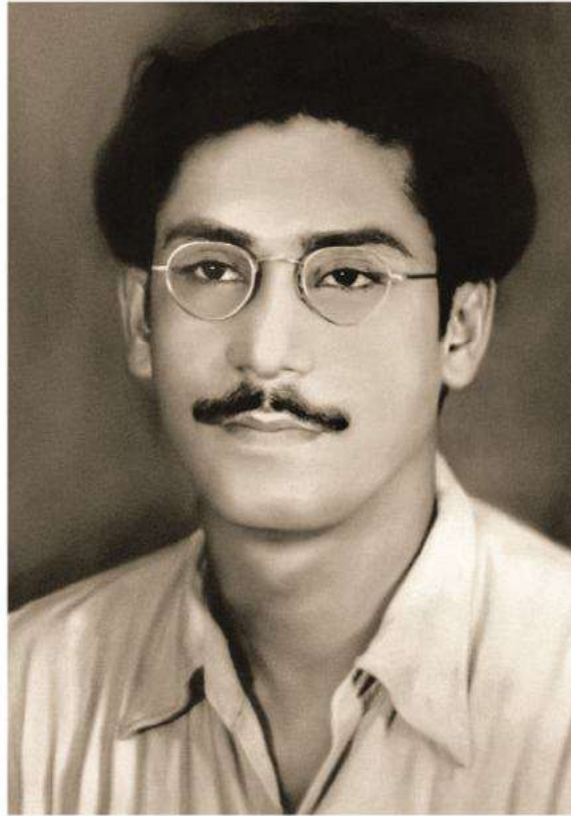
তৃতীয় অংশ

স্বাধীনতা-উত্তর ভূমিসংস্কারমূলক আদেশ, আইন ও বিধি :
জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার পথনির্দেশ

পৃষ্ঠা ৩৪

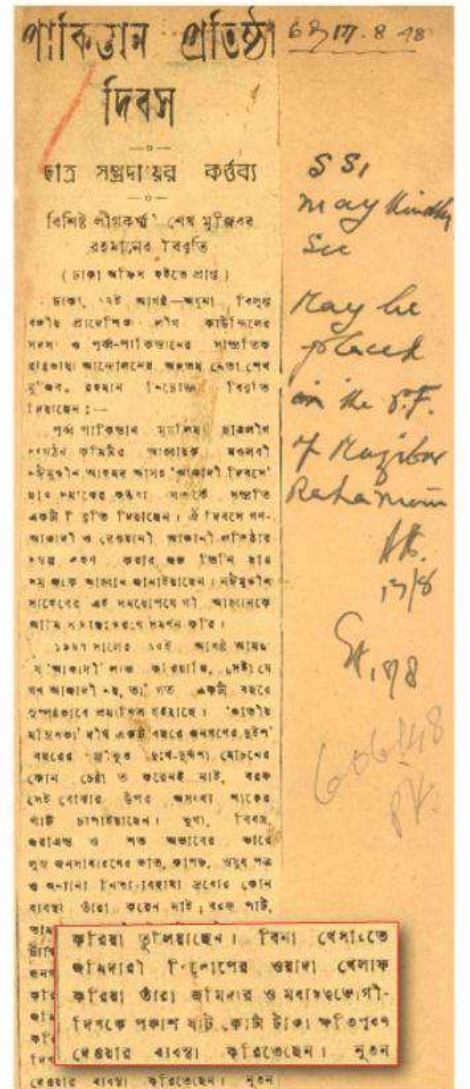
প্রথম
অংশ

ভূমি সংস্কারের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় পদযাত্রা



“বিনা খেসারতে জমিদারি বিলোপের ওয়াদা খেলাপ করিয়া তাঁরা জমিদার ও মধ্যস্থত্বভোগীদিগকে পঞ্চাশ ষাট কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। নূতন জরিপের নাম করিয়া তাঁরা জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ আট বছর স্থগিত রাখার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। নতুন জরিপের নাম করিয়া তাঁরা জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ আট বছর স্থগিত রাখার ষড়যন্ত্র করিতেছেন।”

জমিদারি প্রথা বিলোপের প্রতিশ্রুতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না করায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর তীব্র সমালোচনা





মানুষের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ২১ দফার দ্বিতীয় দফাতেই - বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও খাজনা আদায়কারীদের স্বত্ব বাতিল করে, উদ্ধৃত জমি ভূমিহীন কৃষকের মাঝে বিতরণের কর্মসূচি দিয়েছিলেন জাতির পিতা।

১৯৭২

বঙ্গবন্ধু ভূমি-সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য 'ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়' গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের প্রথম এজেন্ডায় ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করেন।

বঙ্গবন্ধু পরিবার-প্রতি জমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘা নির্ধারণ করেন।

বঙ্গবন্ধু লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার পোড়াগাছায় নদী ভাঙ্গনের শিকার ভূমিহীন পরিবারের মাঝে খাসজমি বিতরণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।



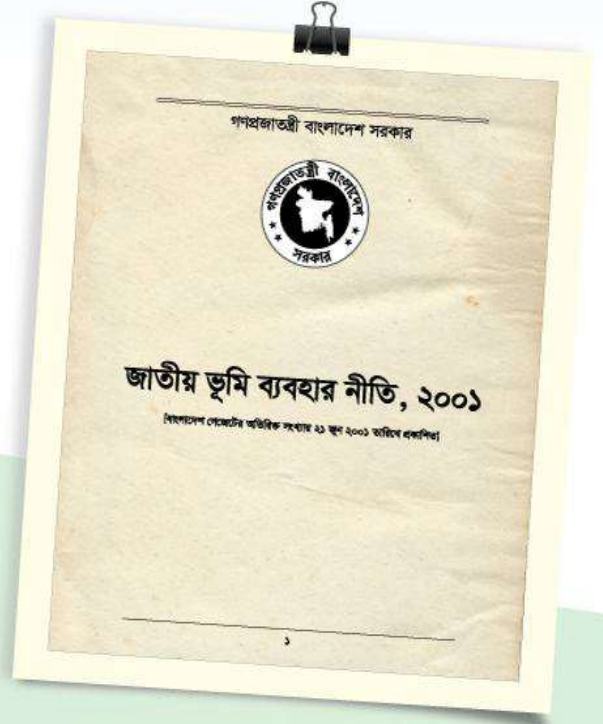
১৯৯৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের
লক্ষ্যে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' গ্রহণ করেন।



২০০১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা জনবান্ধব ভূমি
ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের
লক্ষ্যে ২৮টি মৌলিক
বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ২১
জুন তারিখে 'জাতীয় ভূমি
ব্যবহার নীতি, ২০০১'
গ্রহণ করেন।



২০০৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ শ্লোগানের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানূনের যুগোপযোগীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন।



২০১৪



১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনায় এক মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। আজকের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সেইসব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনুশাসনের বাস্তব রূপ।



“এখন থেকে আর ছিটমহল বলে কিছু থাকবে না। সব ছিটমহল রাষ্ট্রের অংশ। আপনাদের আর কেউ ছিটমহলবাসী বলবে না। ছিটমহলের উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।”

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার অন্তর্গত বিলুপ্ত ছিটমহল দাশিয়ারছড়ায় বক্তব্য প্রদানকালে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উল্লেখ্য, ছিটমহলবাসীর স্বস্তির তাগিদে ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকার ছিটমহল সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন এবং সেখানে জরিপ কাজ সম্পাদন করে।

২০২০



“ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গত ১ জুলাই ২০১৯ হতে দেশব্যাপী নামজারির প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসেই নামজারি করতে পারছেন। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ‘ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ অর্জন করেছে। আমি ভূমিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকলকে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি সকল মন্ত্রণালয় এটা অনুসরণ করবে”।

জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন করায় ভূমি মন্ত্রণালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিনন্দন



ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন

হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা



অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর www.ldtax.gov.bd

জনগণকে এখন আর ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যেতে হবে না। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন সময় (২৪/৭) ভূমির মালিকগণ অনলাইনে খাজনা পরিশোধ করে তাৎক্ষণিকভাবে QR Code সমৃদ্ধ দাখিলা পেয়ে যাবেন। অনলাইনে সংগৃহীত ভূমি উন্নয়ন কর অটোমেটেড চালান সিস্টেমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হবে।



- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন land.gov.bd
- কল সেন্টার-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ১৬১২২
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকেও রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ।

ঘরে বসেই খতিয়ান সংগ্রহ www.eporcha.gov.bd

৫,০৪,৬৫,৫৭৬ টি ডিজিটাইজড খতিয়ান ও ৫২,৭১২ টি মৌজা ম্যাপ শীট এখন অনলাইনে।

www.eporcha.gov.bd এই ভার্সুয়াল রেকর্ড রুম থেকে এখন বিনামূল্যে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে রেকর্ডের তথ্য দেখতে পারছেন। এর ফলে একদিকে খতিয়ানসমূহ নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে, অন্যদিকে ঘরে বসেই নাগরিকগণ খতিয়ান বা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারছেন।

বাংলাদেশ
ডাক বিভাগ কর্তৃক
নাগরিকের ঠিকানায়
সার্টিফায়েড খতিয়ান
পৌছে দেয়ার
ব্যবস্থা

৫ কোটির
অধিক খতিয়ানের
স্থায়ী সংরক্ষণ

২৪/৭
ভার্সুয়াল রেকর্ড রুম
থেকে জমির
রেকর্ড দেখার
সুযোগ

কিয়দক থেকে
খতিয়ান তাৎক্ষণিক
প্রিন্ট করার
সুবিধা

ই-মিউটেশন www.land.gov.bd

প্রতি বছর প্রায় ২২,০০,০০০ (বাইশ লক্ষ) নামজারি মামলা দায়ের হয়। নামজারি মামলা প্রক্রিয়া সহজ এবং জালিয়াতি রোধ করতে ২০১৯ সালের ১লা জুলাই থেকে তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে বাকী ৬১টি জেলার সকল উপজেলায় ই-নামজারি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ৪৮৮টি উপজেলা এবং ৩৫৪১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এ সিস্টেম কার্যকর রয়েছে। আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ৪৭,২৬,৪০৩টি ই-নামজারি মামলা অনলাইনে দাখিল করা হয়েছে এবং ৩৮,৩৯,১০৪ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এ সিস্টেম চালু করার ফলে জনগণের সময়, খরচ, যাতায়াত, ভোগান্তি ও হয়রানি কমেছে। ই-মিউটেশন উদ্যোগটি ২০২০ সালে জাতিসংঘের পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

ই-মিউটেশন সিস্টেম

- ২৪ ঘণ্টা অনলাইনে আবেদন দাখিল
- তাৎক্ষণিক সার্ভিস আইডি প্রাপ্তি
- ৫০০০ এর অধিক ইউডিসি থেকে আবেদন দাখিলে সহায়তা প্রদান
- আবেদনের অবস্থা (status) ট্র্যাকিং করার সুযোগ
- প্রতিটি পদক্ষেপে এসএমএস প্রাপ্তি
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্তৃক অনলাইন তদারকি

ই-মিউটেশন সিস্টেমের ফলাফল

০১

জনগণের ভোগান্তি ও হয়রানি হ্রাস

দালাল চক্রের হাত থেকে মুক্তি

০২

০৩

সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ হ্রাস

ই-পার্চা, ই-রেজিস্ট্রেশন, এলডি ট্যাক্স সিস্টেম, ভার্চুয়াল শুনানি সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন

০৪

০৫

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে তাৎক্ষণিক ফি জমা প্রদান



ভূমি মন্ত্রণালয়

হটলাইন / কল সেন্টার ১৬১২২

নাগরিকগণকে তাৎক্ষণিক ভূমিসেবা প্রদান এবং ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকারের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় একটি হটলাইন/ কল সেন্টার চালু করেছে। ১৬১২২ এ ফোন করে এনআইডির তথ্য দিয়ে পর্চার আবেদন দাখিল করা, মিউটেশনের আবেদনের স্ট্যাটাস জানা এখন অনেক সহজ। এছাড়াও কল সেন্টারে ফোন করে যে কেউ ভূমি সেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ জানাতে পারেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে ভূমিতে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা কমতে শুরু করেছে।

অনলাইন আবেদন দাখিলে সহায়তা প্রদান

আবেদনের স্ট্যাটাস জানা

যে কোন অভিযোগ জানানো সহজ

অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ

দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস



ভূমি তথ্য ব্যাংক www.lams.gov.bd

সকল অধিগ্রহণকৃত জমি এবং সায়রাত মহাল-সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ এখন অনলাইনে। এ সিস্টেমের সাহায্যে এখন বরাদ্দকৃত জমি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ, উপজেলা/জেলা/বিভাগভিত্তিক কিংবা প্রত্যাশী সংস্থাভিত্তিক সায়রাত এবং ভূ-সম্পত্তির সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এটি জমি বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।



ভূমি-সংক্রান্ত যে কোন মেবার জন্য ফোন করুন ১৬১২২ নম্বরে

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা www.lams.gov.bd

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর-সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাদের মেধা ও কর্মকৃতির (Performance) ভিত্তিতে বদলি/পদায়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি ও স্বীকৃতি প্রদান এখন অনেক সহজ। www.lams.gov.bd পোর্টালে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মজীবনের বিস্তারিত তথ্য যেমন ব্যক্তিগত তথ্য, ঠিকানা, কর্মক্ষেত্রের ইতিহাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মন্তব্য ও স্কোর ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকছে।



ভূমি-সংক্রান্ত যে কোন সেবার জন্য ফোন করুন ১৬১২২ নম্বরে

অনলাইন শুনানি সিস্টেম www.lams.gov.bd

ভূমি রাজস্ব আদালতে সকল শুনানি এখন অনলাইনে। করোনার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা স্বাভাবিক সময়ে ভূমি রাজস্ব আদালতসমূহে সেবাগ্রহীতার ইচ্ছানুযায়ী অনলাইন শুনানির সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে অনলাইন শুনানি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই সিস্টেমে যে কোন আবেদনকারী এখন বাড়িতে বসে ভূমি মামলার শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন। এতে জনগণের হয়রানি ও দুর্ভোগ কমবে।

অনলাইন শুনানি সিস্টেম

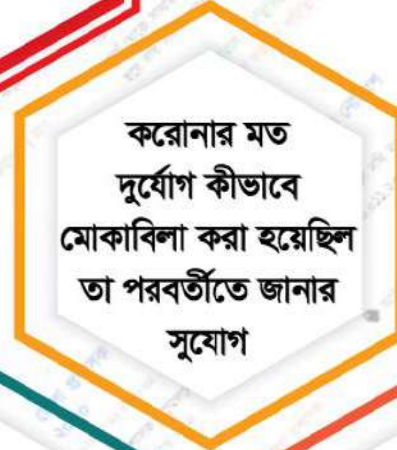
বাড়িতে বসে ভূমি মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ

জনগণের হয়রানি ও দুর্ভোগ হ্রাস

জনগণের সময় ও অর্থ সাশ্রয়

দাপ্তরিক স্মৃতি কোষ Institutional Memory System (IMS)

কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি হলে বা অবসরে গেলেও যাতে তাদের অভিজ্ঞতা, সুপারিশ এবং মন্তব্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখা যায়, সেই লক্ষ্যে দাপ্তরিক স্মৃতি কোষ সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য এটি একটি স্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডার।



ভূমি প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে “বার্তা” সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব। এছাড়াও মাঠ পর্যায় থেকে যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ফরমেটে তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব।



ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ

ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের সাথে ই-মিউটেশন সিস্টেমের সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। শীঘ্রই ১৭টি উপজেলায় এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী এবং মাননীয় আইন মন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই আন্তঃসংযোগের ফলে সাব-রেজিস্ট্রারগণ জমি রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে ডিজিটাল রেকর্ডরুম সিস্টেম হতে জমির রেকর্ড অনলাইনে যাচাই করতে পারবেন। যুগপদভাবে সহকারী কমিশনারগণও (ভূমি) রেজিস্ট্রেশনের সাথে-সাথেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন দলিল ও বিক্রীত জমির তথ্য ই-মিউটেশন সিস্টেমের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এর ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামপত্তন কার্যক্রম শুরু হবে।

ডিজিটাল রেকর্ডরুম হতে
জমির রেকর্ড অনলাইনে
যাচাই

মামলা-মোকাদ্দমা ও
জাল-জালিয়াতি হ্রাস

ই-রেজিস্ট্রেশন
সিস্টেম ও ই-মিউটেশন
সিস্টেমের
আন্তঃসংযোগ

স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড
হালনাগাদকরণ

সহকারী কমিশনার
(ভূমি)-কর্তৃক দলিলের
ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় নামপত্তন

ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ

ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের সাথে ই-মিউটেশন সিস্টেমের সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। শীঘ্রই ১৭টি উপজেলায় এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী এবং মাননীয় আইন মন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহে এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই আন্তঃসংযোগের ফলে সাব-রেজিস্ট্রারগণ জমি রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে ডিজিটাল রেকর্ডরুম সিস্টেম হতে জমির রেকর্ড অনলাইনে যাচাই করতে পারবেন। যুগপদভাবে সহকারী কমিশনারগণও (ভূমি) রেজিস্ট্রেশনের সাথে-সাথেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন দলিল ও বিক্রীত জমির তথ্য ই-মিউটেশন সিস্টেমের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এর ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামপত্তন কার্যক্রম শুরু হবে।

ডিজিটাল রেকর্ডরুম হতে
জমির রেকর্ড অনলাইনে
যাচাই

মামলা-মোকাদ্দমা ও
জাল-জালিয়াতি হ্রাস

ই-রেজিস্ট্রেশন
সিস্টেম ও ই-মিউটেশন
সিস্টেমের
আন্তঃসংযোগ

স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড
হালনাগাদকরণ

সহকারী কমিশনার
(ভূমি)-কর্তৃক দলিলের
ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় নামপত্তন

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ডিজিটাল কার্যক্রম

৩

ই-নামজারি সিস্টেমের সাথে ওয়ারিশান সনদ যাচাই

২

ভূমির সকল ডিজিটাল সেবার ক্ষেত্রে এনআইডি ভেরিফিকেশন

৮

বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে হোল্ডিং নম্বর সংক্রান্ত তথ্য শেয়ারিং (প্রক্রিয়াধীন)

৪

অধিগ্রহণকৃত জমি এবং সায়রাত মহাল সংক্রান্ত সকল তথ্য অনলাইনে যাচাই

৫

ভূমি সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কিয়স্ক (বুথ) স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন)

৬

Land Services Gateway সিস্টেমে ভূমিসেবাসমূহের আন্তঃসংযোগ

৭

সিংগেল প্ল্যাটফর্ম ও সিংগেল এ্যাপস-এর মাধ্যমে নাগরিকদের ভূমি সেবা প্রদান

৮

অর্থ বিভাগের এ-চালান সিস্টেমের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি কোষাগারে ভূমি সেবা ফি জমা প্রদান

সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সিভিল মামলায় আদালতে তথ্য বিবরণী জমা, মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানা এবং আদালতের তারিখ ও আদেশ পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে মামলার তথ্য হারিয়ে যাবে না।



মোজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩৭.৬০০৭ কোটি টাকা (জিওবি)

মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০২০ - জুন ২০২৪



ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২,১২,৫৪.৮৬ লক্ষ টাকা (জিওবি)

মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫



ডিজিটাল
সার্ভে প্রজেক্টের
আউটপুট

লক্ষাধিক পিলার তৈরি ও স্থাপন

জিএনএসএস ও ইটিএস মেশিন ক্রয়

লোকবল প্রশিক্ষিতকরণ

পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায়
ডিজিটাল সার্ভে

ভূমিসেবা অটোমেশন প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১,৯৭০৩.১৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)

মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫

অটোমেশন
প্রকল্পের
আউটপুট

ভূমি সেবাসমূহকে অটোমেশনের
আওতায় আনা

ম্যাপের সাথে মালিকানার সংযোগ

দাগভিত্তিক মালিকানা ও ব্যক্তিভিত্তিক
খতিয়ান

ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা





স্বাধীনতা-উত্তর ভূমিসংস্কারমূলক আদেশ, আইন ও বিধি
জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার পথনির্দেশ

বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারে রাষ্ট্রপতির আদেশ

১৯৭১

২৬ ডিসেম্বর

The Bangladesh (Collection of Taxes) Order, 1971 (Acting President's Order No.1 of 1971)

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির প্রথম আদেশে ভূমি রাজস্ব ব্যতীত সকল কর আদায় বহাল করা হয়। সরকার ভূমি রাজস্ব পর্যালোচনা করে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে না।



১৯৭২

১৮ ফেব্রুয়ারি

The Bangladesh (Restoration of Evacuee Property) Order, 1972 (President's Order No.13 of 1972)

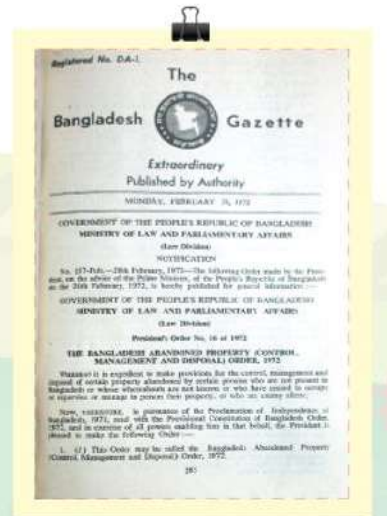
বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি ২৫ মার্চ ১৯৭১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সময়ে দেশ ত্যাগ করে বাস্তুত্যাগী হলে তার সম্পত্তি অননুমোদিত দখলকারির নিকট হতে বাস্তুত্যাগীদের বুঝিয়ে দেয়ার বিধান রয়েছে এ আইনে।



২৮ ফেব্রুয়ারি

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No. 16 of 1972) (President's Order No.16 of 1972)

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানি অবাঙালী নাগরিক এদেশে তাদের ছাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে রেখে চলে যায়। এসমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ আদেশ জারি করা হয়।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারে রাষ্ট্রপতির আদেশ

২৬ মার্চ

The Bangladesh (Vesting of Property and Assets) Order, 1972 (President's Order No. 29 of 1972)

এ আদেশ বলে যে সমস্ত সম্পত্তি ইতঃপূর্বে বোর্ড বা সাবেক পাকিস্তান সরকারের অধীনে ন্যস্ত ছিল এগুলো ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখ হতে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে ন্যস্ত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।



১৮ এপ্রিল

The Bangladesh (Resumption of Easement Lands) Order, 1972 (President's Order No. 35 of 1972)

সাধারণের ব্যবহার্য হিসেবে জেলা সেটেলমেন্ট অপারেশনে রেকর্ডকৃত ভূমি কোন ব্যক্তির দখলে থাকে তবে জনস্বার্থে সরকার পুনর্দখল করতে পারবে।



২৮ জুন

The State Acquisition and Tenancy (Amendment) Order 1972 (President's Order No. 72 of 1972)

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ৮৭, ৮৮ সংশোধন করা হয়। পয়ত্তি ভূমি সরকারের মালিকানা রাখাসহ চা বাগানের খাস জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয় সংযোজন করা হয়।

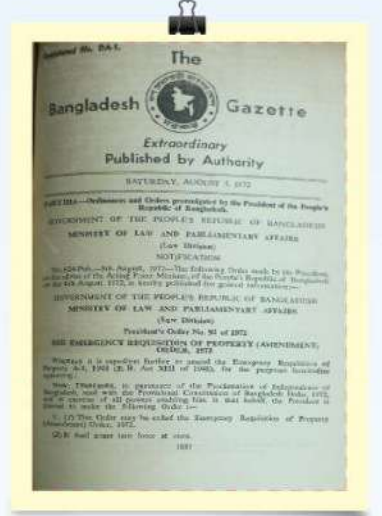


বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারে রাষ্ট্রপতির আদেশ

৫ আগস্ট

The Emergency Requisition of Property (Amendment) Order 1972 (President's Order No. 92 of 1972)

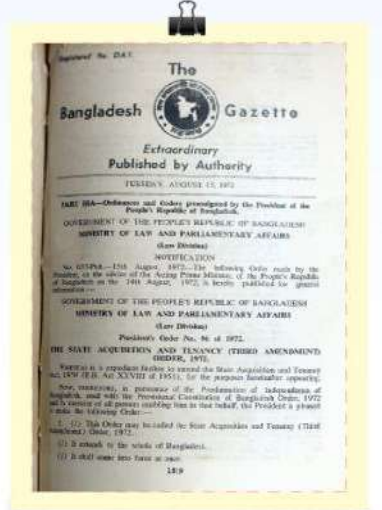
বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদের
জরুরি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা সংশোধন করা হয়।



১৫ আগস্ট

The State Acquisition and Tenancy (Third Amendment) Order 1972 (President's Order No. 96 of 1972)

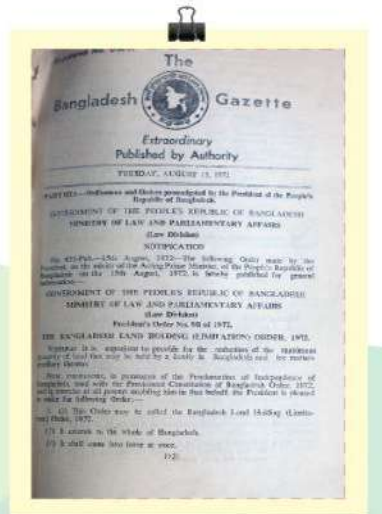
রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৩য় সংশোধনীর মাধ্যমে ১৫১
ধারার পর কয়েকটি উপধারা সংযোজন করে কৃষি জমির উপর
পাকিস্তানি আমলের বকেয়া পাওনা, সকল প্রকার বকেয়া খাজনা,
সেস, সুদ মওকুফ করা হয়। ২৫ বিঘার কম জমির মালিক/পরিবারকে
খাজনা প্রদান হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।



১৫ আগস্ট

The Bangladesh Land Holding (Limitation) Order, 1972 (President's Order No. 98 of 1972)

এ আদেশ মোতাবেক জমি অর্জনের সীমা ১০০ বিঘায় নির্ধারণ
করা হয় এবং সীমিতরিক্ত জমি সরকারি খাসে আনয়নের বিধান
রাখা হয়।

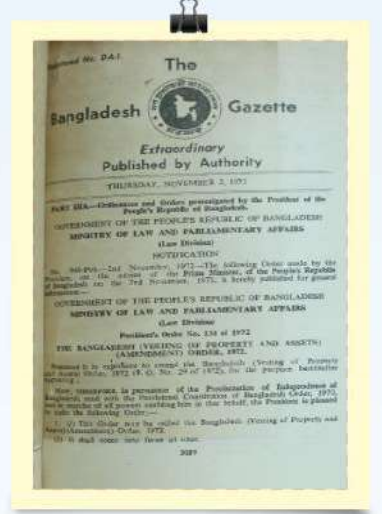


বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারে রাষ্ট্রপতির আদেশ

২ নভেম্বর

The Bangladesh (Vesting of Property and Assets) (Amendment) Order, 1972 (President's Order No. 134 of 1972)

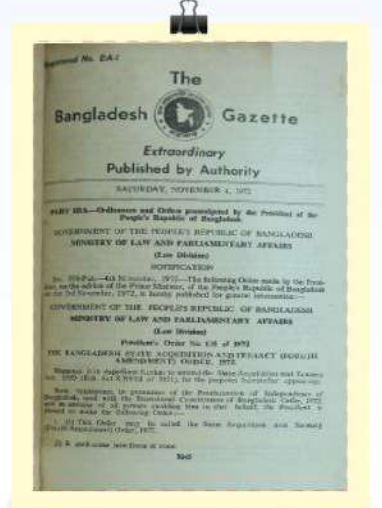
বাংলাদেশ সরকার এবং সাবেক সরকার কর্তৃক অর্পিত
এবং পরিচালিত সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদ অর্পণ সংক্রান্ত
আদেশ।



৪ নভেম্বর

The State Acquisition and Tenancy (Fourth Amendment) Order 1972 (President's Order No. 135 of 1972)

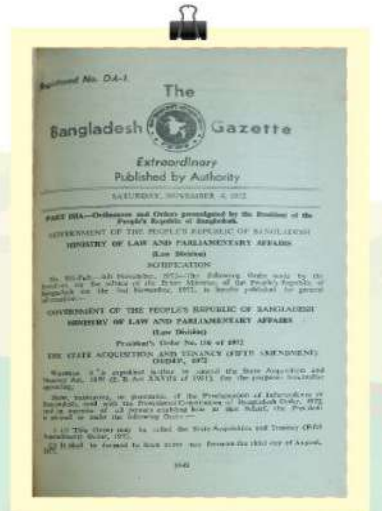
সিকন্তি এবং পুনর্গঠিত ভূমিতে রায়তের সকল স্বত্ব,
স্বার্থ এবং অধিকার বিলুপ্তির বিষয় সংযোজন করা
হয়।



৪ নভেম্বর

The State Acquisition and Tenancy (Fifth Amendment) Order 1972 (President's Order No. 136 of 1972)

খায়খালাসী বন্ধক বিষয়ে নতুন ধারা সংশোধন করে
আদেশ জারি করা হয়।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারে রাষ্ট্রপতির আদেশ

৪ নভেম্বর

The State Acquisition and Tenancy (Sixth Amendment) Order 1972 (President's Order No. 137 of 1972)

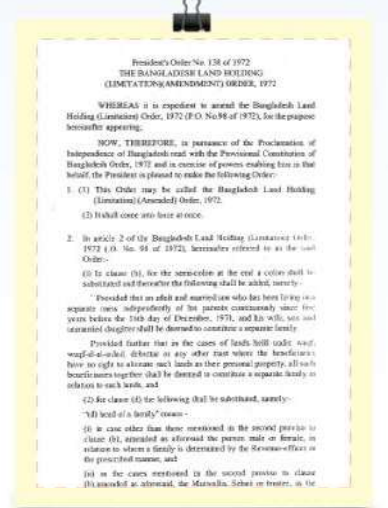
সিকস্তি জমি সম্পর্কিত সকল মামলা, আবেদন, আপিল
সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশোধন করে জারিকৃত আদেশ।



৪ নভেম্বর

The Bangladesh Land Holding (Limitation) (Amendment) Order, 1972 (President's Order No.138 of 1972)

বাংলাদেশ ভূমি হোল্ডিং (সীমাবদ্ধতা) দ্বিতীয় সংশোধন
আদেশ দ্বারা ধারা ৫খ সন্নিবেশিত হয়।



২০ নভেম্বর

The Bangladesh Transfer of Immovable Property (Temporary Provisions) Order, 1972 (President's Order No. 142 of 1972)

জনস্বার্থে বাংলাদেশে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর
সীমিত করার বিধান সম্বলিত আদেশ।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারে রাষ্ট্রপতির আদেশ

১৫ ডিসেম্বর

The Bangladesh Land Holding (Limitation) (Second Amendment) Order, 1972 (President's Order No. 154 of 1972)

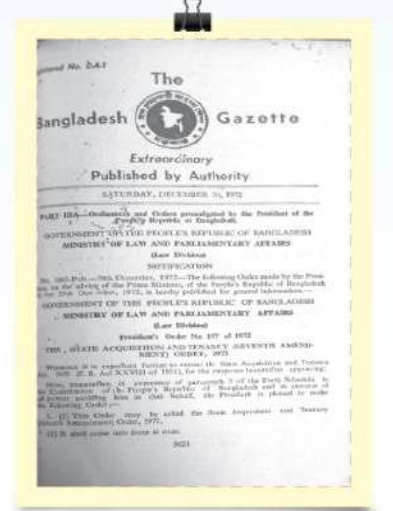
জমির হোল্ডিং সীমাবদ্ধতা অধিকতর
সংশোধনকল্পে জারিকৃত আদেশ।



৩০ ডিসেম্বর

The State Acquisition and Tenancy (Seventh Amendment) Order 1972 (President's Order No. 157 of 1972)

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন অধিকতর সংশোধন
করে ২৫ বিঘার অতিরিক্ত কৃষিজমি অধিকারী পরিবারের
বিবরণী দাখিল এবং পরিবার ও পরিবার প্রধানের সংজ্ঞা
নির্ধারণ।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় আইন ও অধ্যাদেশ

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪

The Vested and Non-Resident Property (Administration) Act, 1974

অর্পিত এবং অনাবাসী সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার
লক্ষ্যে প্রণীত আইন।



২২ ডিসেম্বর ১৯৭৫

The Bangladesh Government Hats and Bazars (Management) (Repeal) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LIX of 1975)

হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিষয়ক জারিকৃত
অধ্যাদেশ। এ অধ্যাদেশটিকে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশের সাথে সমন্বয়
করে 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২১'
শিরোনামে নতুন আইনের খসড়া পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং
কার্যক্রম চলমান।



২৯ এপ্রিল ১৯৭৬

The Alienation of Land (Distressed Circumstances) (Restoration) Ordinance, 1976 (Ordinance No. XXVIII of 1976).

এটি দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মালিকানা বিচ্ছিন্নতা জমির
পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা না
থাকায় ২০১৩ সনের ৬ নম্বর আইনের তফসিল হতে বিযুক্তকরণের
লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ
করা হয়েছে।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় আইন ও অধ্যাদেশ

২৬ জুন ১৯৭৬

The Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976)

ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্তে জারিকৃত অধ্যাদেশ। এ অধ্যাদেশটিকে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশের সাথে সমন্বয় করে প্রস্তাবিত 'ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০২১'-এর পুনর্গঠিত খসড়া বিল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।



১৩ এপ্রিল ১৯৮২

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ii নং অধ্যাদেশ)

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত আইন একত্রীকরণ ও সংশোধন করা যুক্তিসঙ্গত এবং এতদসংক্রান্ত ও সহায়ক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন প্রয়োজনে এ আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১৭ সনের ২১ নং আইন দ্বারা রহিত।



২২ ডিসেম্বর ১৯৮৩

The Foreign Voluntary Organizations (Acquisition of Immovable Property) Regulation Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXXIII of 1983)

বিদেশি স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক জারিকৃত অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশটিকে বাংলায় প্রস্তাবিত 'বিদেশী স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা (স্থাবর সম্পত্তি অর্জন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২১'-এর খসড়ায় পুনর্গঠিত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় আইন ও অধ্যাদেশ

২৬ জানুয়ারি ১৯৮৪

The Land Reforms Ordinance, 1984 (Ordinance No. X of 1984)

কৃষি উৎপাদন, কৃষি জমি অর্জনের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং বর্গাদার ও বর্গাচারীর মধ্যে বর্গা চুক্তি বিষয়ক জারিকৃত অধ্যাদেশ। এতে কৃষি জমি অর্জনের উর্ধ্বসীমা ৬০ মান বিঘায় নির্ধারণ করা হয়। অধ্যাদেশটিকে প্রস্তাবিত 'ভূমি সংস্কার আইন-২০২১'-এর খসড়ায় পুনর্গঠিত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।



১৬ জানুয়ারি ১৯৮৫

ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (Ordinance No.2 of 1985)

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জারিকৃত এ অধ্যাদেশটি হালনাগাদ করত: নতুন আইন প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।



২৪ মে ১৯৮৮

অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৬ নম্বর আইন)

অবস্থাবর সম্পত্তি সরকারী কাজে বা জনস্বার্থে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য হুকুমদখলের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হওয়ায় এই আইন প্রণয়ন করা হয়।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় আইন ও অধ্যাদেশ

২ মার্চ ১৯৮৯

বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯
(১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন)

মহাজনী ঋণের কবল থেকে কৃষকগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে
প্রণীত আইন।



৩১ মে ১৯৮৯

ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন ১৯৮৯
(১৯৮৯ সনের ২৩ নম্বর আইন)

ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার
উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়।



৩১ মে ১৯৮৯

ভূমি আপীল বোর্ড আইন, ১৯৮৯
(১৯৮৯ সনের ২৪ নম্বর আইন)

ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্বাহী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির
উদ্দেশ্যে ভূমি আপীল বোর্ড গঠনের নিমিত্ত এই আইন প্রণয়ন
করা হয়।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় আইন ও অধ্যাদেশ

৯ জুলাই ১৯৯৫

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫

যমুনা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের সুবিধার্থে
কতিপয় বিশেষ বিধান সংবলিত এই আইন প্রণয়ন
করা হয়।



১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকা সহ
দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান,
উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০
২০০০ সনের ৩৬ নং আইন

মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকা
সহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত
স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের জন্য
প্রণীত আইন।



১১ এপ্রিল ২০০১

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬
নম্বর আইন)

অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল
মালিক বা তার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা
উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী (Successor-in-interest)
এর নিকট প্রত্যর্পণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে
প্রণীত আইন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সংশোধনের মাধ্যমে আইনটি
কার্যকর হয়েছে

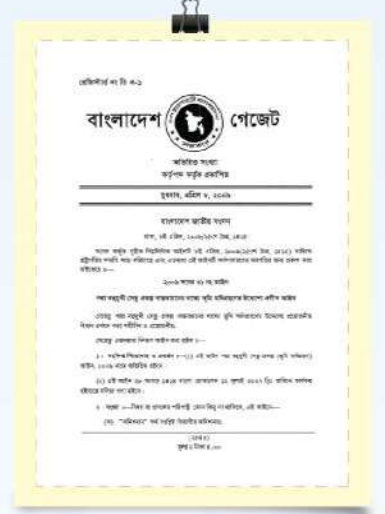


বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় আইন ও অধ্যাদেশ

৮ এপ্রিল ২০০৯

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯
২০০৯ সনের ৩১ নং আইন

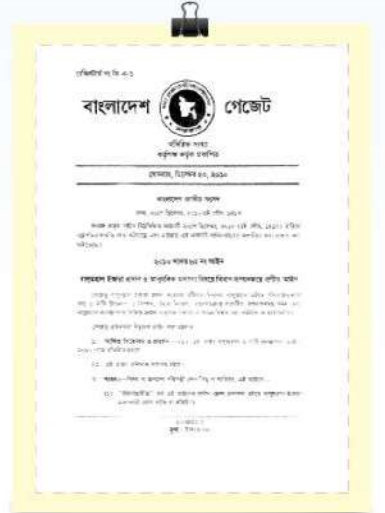
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের
উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।



২০ ডিসেম্বর ২০১০

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০
২০১০ সনের ৬২ নং আইন

বালুমহাল ইজারা প্রদান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে
বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।



৩০ জুন ২০১১

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ)
আইন, ২০১১
(২০১১ সনের ১১ নম্বর আইন)

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত
আইন।



বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় আইন ও অধ্যাদেশ

২২ জুলাই ২০১৩

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩
(২০১৩ সনের ২৯ নম্বর আইন)

নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।



১৩ অক্টোবর ২০১৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন)
আইন, ২০১৬
২০১৬ সনের ৪৫ নং আইন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন। ২০০১ সনের ৫৩ নং আইন সংশোধন করে এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।



২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন,
২০১৭

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ ও সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, ১৯৮২ (Ordinance No. II of 1982) রহিতক্রমে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করা হয়।



২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition)
Regulation (Amendment) Act, 2019
২০১৯ সনের ০৩ নং আইন

Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition)
Regulation, ১৯৫৮-এর অধিকতর
সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন



বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার বিষয়ক বিধিমালা ও নীতিমালা

ক্রমিক	তারিখ	শিরোনাম	প্রণয়নের উদ্দেশ্য
১	এসআরও নং ১৭২-এল/৮২	স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮২	স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮২ এর ৪৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বিধিমালা
২	এসআরও নং ৩৭১-এল/৮২	স্বাবর সম্পত্তি হুকুমদখল বিধিমালা, ১৯৮২	স্বাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আইন, ১৯৮২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বিধিমালা
৩	১৯৮৪	ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৮৪	The Land Reforms Ordinance, 1984 (Ordinance No.X of 1984) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা
৪	১৯৮৯	বাংলাদেশ ঋণ সালিসি বিধিমালা, ১৯৮৯	বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৫ নম্বর আইন) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা
৫	এসআরও ৬৭-আইন ১৯৮৯	সম্পত্তি জরুরি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮৯	সম্পত্তি জরুরি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯ এর ৩৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ বিধিমালা প্রণয়ন
৬	এসআরও ৩৮৯-আইন/৯০	অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল (ক্ষতিপূরণ) বিধিমালা, ১৯৯০	অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আইন, ১৯৮৮ এর ১০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বিধিমালা
৭	৯ অক্টোবর ১৯৯০	ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা, ১৯৯০	ভূমি আপীল বোর্ড আইন, ১৯৮৯ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা
৮	১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫	যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) (ক্ষতিপূরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫	যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা
৯	৭ মার্চ ১৯৯৫	অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫	অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত বিষয়ক নীতিমালা
১০	১৬ এপ্রিল ১৯৯৭	কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭	কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত বিষয়ক নীতিমালা
১১	০৬ মে ১৯৯৮	হোটেল / মোটেলের জন্য সরকারি খাসজমি বন্দোবস্তের সংশোধিত নীতিমালা ১৯৯৮	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষে হোটেল / মোটেল স্থাপনের জন্য সরকারি খাসজমি বন্দোবস্তের নীতিমালা
১২	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮	চিংড়ী মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯৮	সম্ভাবনাময় চিংড়ী শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক ইজারা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা
১৩	১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮	লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯৮	সুষ্ঠু ও ন্যায্যভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা
১৪	২১ জুন ২০০১	জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১	জাতীয় ভূমি ব্যবহার বিষয়ক নীতিমালা
১৫	২৪ অক্টোবর ২০০৫ এসআরও নং- ২৯৫ - আইন/২০০৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা
১৬	২৩ জুন, ২০০৯	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯	জলমহাল ইজারা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা
১৭	১৩ এপ্রিল ২০১১	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা
১৮	৫ মে ২০১৪	ডিজিটাল জরিপ নির্দেশিকা	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ নির্দেশিকা
১৯	১৯ মে ২০১৫	ফলবাগান ইজারা নীতিমালা, ২০১৫	সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ফলবাগানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা
২০	১২ জানুয়ারি ২০১৭	চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা - ২০১৭	চা বাগানের খাস জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা
২১	১৬ আগস্ট ২০২১	ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১	ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিষয়ক
২২	১৬ আগস্ট ২০২১	ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা - কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১	ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা - কর্মচারী নিয়োগ বিষয়ক



ভূমিসেবা ডিজিটাল বদলে যাচ্ছে দিনকাল



ভূমি মন্ত্রণালয়
হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা

